জোরপূর্বক বিবাহ কী?

সূচিপত্র

জোরপূর্বক বিবাহ কী? 4

আমি কী করতে পারি? 6

আপনি একা নন 8

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী 14

সাহায্য এবং সমর্থন 18

জোরপূর্বক বিবাহ কী?

যেকোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিবাহে বাধ্য করা যেতে পারে - এটা সকল বয়স, লিঙ্গ, জাতীয়তা এবং ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে।

জোরপূর্বক বিবাহ হল যেখানে একজনের বা উভয়ের বিয়েতে সম্মতি নেই, অথবা একজন বা উভয়ে সম্মতি প্রদানে সক্ষম নয়, এবং বিয়েতে বাধ্য করার জন্য তাদের উপর চাপ প্রয়োগ বা নির্যাতন করা হয়। তাছাড়া, ১৪ বছর বয়সের আগে কাউকে বিয়ে করার জন্য কিছু করা হলেও জোরপূর্বক বিবাহ বলা হবে, যদিও সেক্ষেত্রে কোনো চাপ বা নির্যাতন করা হয়না।

যুক্তরাজ্যে জোরপূর্বক বিয়ে অবৈধ। এটি একধরনের পারিবারিক নির্যাতন এবং মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন।

কাউকে বিবাহ করতে জোর করা সবসময় শারীরিক হবে এরকম নয়, তবে এটা যেভাবেই হউক তা আইনের লঙ্ঘন।

বিবাহ করার জন্য একজন ব্যক্তির উপর যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তা বিভিন্ন রকম হতে পারে:

- **শারীরিক চাপ** হুমকি অথবা সহিংসতার ধরনের রূপ নিতে পারে (যৌন নির্যাতনসহ)
- **আবেগগত অথবা মানসিক চাপ** তাদের পরিবারের জন্য এগুলো কলঙ্ক আনতে পারে এরকম বোধ করাতে পারে, যেখানে তাদেরকে বিশ্বাস করাবে যে যারা তাদের ঘনিষ্ঠ তারা অসুস্থতার ঝুঁকিতে পড়তে পারে যদি তারা বিবাহ না করে অথবা যদি না তারা বিবাহে সম্মত হয় তবে তাদেরকে স্বাধীনতা বা অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি করা

কিন্তু যে ব্যক্তিকে বিয়ে দেওয়া হবে তার বয়স 18 বছরের কম হলে, তাকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেকোনো প্রচেষ্টা অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হবে – এক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগ জরুরি নয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকজনকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের না জানিয়ে বিদেশে নেওয়া হতে পারে। যখন তারা ঐ দেশে পৌঁছে তখন তারা যেন যুক্তরাজ্যে ফিরে যেতে না পারে তার জন্য তাদের পাসপোর্ট(সমূহ)/ভ্রমণসংক্রান্ত কাগজপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে।

সম্মতি কী?

একটি বিবাহ পারস্পারিক সম্মতি ভিত্তিক হতে হলে, যে দুইজন মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন তাদেরকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে এতে আবদ্ধ হতে হবে। আপনার এরকম অনুভব করা উচিত যে আপনার পছন্দের সুযোগ রয়েছে।

আইনগতভাবে যে সকল ব্যক্তিদের শেখা (লার্নিং) সংক্রান্ত অক্ষমতা অথবা প্রচণ্ড মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে তারা বিবাহে সম্মতি প্রদান করতে পারবে না, যদিও বিবাহ এমন কিছু একটি বিষয় যা তারা চায় বলে অনুভব করে।

পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহ কী?

প্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহের ক্ষেত্রে, পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিবাহ জোরপূর্বক বিবাহ নয়। পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়েতে, বিবাহের সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, তবে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান কি না সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের উভয়েরই স্বাধীনতা থাকে।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ের ক্ষেত্রে (18 বছর পর্যন্ত), পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়ে এবং জোরপূর্বক বিয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বিয়ে দেওয়ার জন্য গৃহীত যেকোনো প্রচেষ্টাকেই জোরপূর্বক বিয়ে বলা হয় – এবং এটি একটি অপরাধ।

যদি আপনি বিবাহ করতে সম্মতি প্রদান করেন কিন্তু পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলেন - এরপরও যদি আপনি অনুভব করেন যে আপনাকে উক্ত বিবাহের ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে, তাহলে এটাও জোরপূর্বক বিবাহ।

আমি কী করতে পারি?

যদি আপনি তাৎক্ষণিক বিপদে থাকেন তবে 999-এ কল করুন।

যদি আপনাকে অথবা আপনার পরিচিত কাউকে যুক্তরাজ্য অথবা বিদেশে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরূপ হয় তবে আপনি ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট কী?

ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট ভুক্তভোগী যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের এবং প্রফেশনালদের সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে।

পুলিশকে অবহিত করার পূর্বে ও পরে এবং যদি আপনি পুলিশকে জানাতে নাও চান সেক্ষেত্রে ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট পরামর্শ ও সহায়তা উভয়ই প্রদান করতে পারবে। তথ্য ও নির্দেশনা প্রদান করা থেকে দেশের বাইরে অবস্থান করা ব্রিটিশ ভুক্তভোগীদেরকে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হয়।

জোরপূর্বক বিবাহকে ঘিরে যেসব সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং আবেগীয় সমস্যাগুলো রয়েছে যেসব নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেসওয়ার্কারদের রয়েছে।

ফোর্সড ম্যারেজ ইউনিট জাতীয়তা নির্বিশেষে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত যে কাউকেই পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে। বিদেশে, আমাদের ব্রিটিশ দূতাবাস, হাই কমিশন এবং কনস্যুলেটগুলো ব্রিটিশ নাগরিকদের (দ্বৈত নাগরিকগণ সহ) কনস্যুলার সহায়তা প্রদান করতে পারে এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কমনওয়েলথভুক্ত নাগরিকদেরও সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

কল করুন:
(+44) (0) 207 008 0151 **নম্বরে, সোমবার হতে শুক্রবার সকাল 9টা হতে বিকেল 5টা পর্যন্ত**
(+44) (0) 207 008 1500 **নম্বরে, গ্লোবাল রেসপন্স সেন্টার (দৈনিক কর্মঘণ্টার বাহিরে)**
ইমেইল: FMU@fco.gov.uk

আপনি একা নন

মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করাটা অস্বাভাবিক নয় যদি আপনাকে অথবা আপনার পরিচিত কাউকে যদি বিবাহে আবদ্ধ হতে চাপ দেয়া হয়। তবে আপনি একা নন। প্রতি বছর এলজিবিটিকিউ+ কমিউনিটি সহ সকল বয়সের নারী এবং পুরুষ, জাতীয়তা এবং ধর্মের মানুষ কয়েকশত বা তার চেয়েও বেশি এ ধরনের ঘটনা আমাদেরকে অবহিত করে। তা সত্ত্বেও, অনেক মানুষ রয়েছে তাদের সাথে যা ঘটছে তা তারা আমাদের জানায় না অথবা তারা চিনে এরূপ কারো সাথে এরকম কিছু ঘটতে পারে বলে হয়তো তারা মনে করছে তবুও তারা আমাদেরকে জানায় না।

জীবনের এই বাস্তবিক বিষয়গুলো দেখায় যে জোরপূর্বক বিবাহ বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম অথবা জাতীয়তা নির্বিশেষে যে কারো সাথে ঘটতে পারে এবং বিষয়টি জানালে তা জীবন বাঁচাতে পারে। (প্রদত্ত নামগুলো তাদের আসল নাম নয়।)

আয়শার কাহিনী

“আমার বয়স 15 বছর ছিল এবং আমার জিসিএসই প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল যখন আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে বাবা আমাকে আমার বড় চাচাতো ভাইকে বিয়ে করার জন্য বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করছিলেন। বাবা সবসময় রাগান্বিত অবস্থায় থাকতেন এবং মাঝে মাঝে আমাকে এবং আমার মাকে আঘাত করতেন। মা চাননি যে এত কম বয়সে আমার বিয়ে হউক, কিন্তু তিনি তাকে না করতে অনেক ভয় পেতেন। আমি মনে করেছিলাম যে বাবা চালাকির আশ্রয় নিয়ে আমাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাবেন এবং এবং তারপর আমার কাছ থেকে আমার ফোন নিয়ে নিবেন যাতে আমি কারো কাছে সাহায্য চাইতে না পারি।”

আয়শা তার স্কুলের একজন শিক্ষককে বলেছিলেন যিনি ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটকে কল করেছিলেন। ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট একটি জোরপূর্বক বিবাহ সুরক্ষা আদেশ পাওয়ার জন্য চিলড্রেন্স স্যোশাল কেয়ারের সাথে কাজ করেছে যেটি আয়শার বাবার উপর জারি করা হয়েছিল। আদেশটি জোরপূর্বক বিবাহ সংঘটিত হওয়াকে প্রতিরোধ করেছিল কারণ আয়শার বাবা আয়শাকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারেননি এবং তিনি তার পক্ষ থেকে একটি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারেননি। আয়শা ঘরে থাকতে ভীত ছিল তাই তাকে অস্থায়ীভাবে একটি নিরাপদ ফস্টার আশ্রয় (প্লেইসমেন্ট) প্রদান করা হয়েছিল। আয়শার মা চিলড্রেন্স স্যোশাল কেয়ারের সাথে কাজ করেন এবং আয়শার বাবাকে ত্যাগ করার ব্যাপারে উনাকে সহায়তা করা হয়েছিল। আয়শা এখন তার মা ও ছোট ভাইদের সাথে নিরাপদভাবে বসবাস করছেন এবং তিনি জিসিএসই সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সৈয়দের কাহিনী

“আমার বয়স ছিল 25 বছর যখন আমার মা-বাবা আমাকে পারিবারিক একটি বিবাহে যোগদানের জন্য পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন আমি সেখানে গেলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আসলেই আমাকেই বিয়ে দেওয়া হবে। আমি বিয়ে করতে চাইছিলাম না, তবে আমার মায়ের অনেক স্বাস্থ্যগত সমস্যা ছিল এবং সকলেই বলল আমি বিয়ে করতে রাজি না হয়ে মাকে অসুস্থ করে তুলছি। কয়েক দিন যাবৎ না বলার পর, আমি শেষমেশ হার মেনে নিয়েছিলাম এবং পরিবারের ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছিলাম। যখন আমি যুক্তরাজ্যে ফিরে আসি তখন কেবল আমি ইহা ভুলে যাওয়ার এবং আমার জীবন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এরপর আমার স্ত্রীর পরিবার যুক্তরাজ্যে তাকে নিয়ে আসার জন্য একটি ভিসা আবেদনের জন্য চাপ দিতে থাকে। তারা আমাকে কল করত এবং হুমকি দিত।”

প্রথম সুযোগেই সৈয়দ ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটকে কল করেছেন এবং তারা কীভাবে তাকে সহায়তা করতে পারে তা ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট তাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ তিনি একজন অনিচ্ছুক স্পন্সর ছিলেন।

খাদিজার কাহিনী

“মেইক আপ (প্রসাধন সামগ্রী) লাগানো অথবা আমার বন্ধুদের সাথে বাইরে অনেক রাত পর্যন্ত সময় কাটানোর জন্য আমি বাসায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতাম। আমার মা এটা পছন্দ করতেন না এবং আমরা অনেক তর্কাতর্কি করতাম। যখন আমার বয়স 19 বছর, তখন তিনি আমাকে বললেন আমার নানীকে দেখার জন্য আমরা সোমালিয়া যাচ্ছি। যখন আমি সেখানে গেলাম তখন আমার মা আমাকে একটি বোর্ডিং স্কুলে রেখে যান এবং আমাকে বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি একজন ভালো সোমালীয় কন্যায় পরিণত হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এখানে অবস্থান করতে হবে। তিনি আমার পাসপোর্ট নিয়ে গেলেন এবং আমাকে সেখানে রেখে চলে গেলেন। স্কুলটি খুবই খারাপ ছিল। তারা আমাদেরকে মারত এবং আমাকে বলত যে যদি আমি সেখান থেকে চলে যেতে চাই তবে আমাকে প্রহরীদের কোনো একজনকে বিয়ে করতে হবে।”

খাদিজা একটি ফোন গোপনভাবে লুকিয়ে রেখেছিল। যা ঘটেছে সেটা সে তার বয়ফ্রেন্ডকে বলেছিল এবং সে ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটকে কল করেছিল। ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট যুক্তরাজ্যে একটি বলপূর্বক বিবাহ সুরক্ষা আদেশ পাওয়ার জন্য পুলিশের সাথে কাজ করে যা খাদিজার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিতে, স্কুল ত্যাগ করার অনুমতি দিতে এবং যুক্তরাজ্যে তাকে ফিরে যেতে ফ্লাইট বুক করে দিতে খাদিজার মাকে নির্দেশ করেছিল। খাদিজা যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার পর, একটি স্বল্পমেয়াদী নিরাপদ বাসস্থান খুঁজে পেতে ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট তাকে সাহায্য করেছিল। বর্তমানে সে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ পেশাদার ব্যক্তিদের নিকট থেকে সহায়তা গ্রহণ করছে যাতে তার পরিবার থেকে স্বাধীনভাবে পুনরায় তার জীবনকে গড়তে পারে। (মোগাদিসুতে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাস কনস্যুলার সেবা প্রদান করে না। যদি আপনি সোমালিয়া অথবা সোমলিল্যান্ডে থাকেন, তাহলে আপনি নাইরোবিতে অবস্থিত ব্রিটিশ হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।)

মানদীপের কাহিনী

“গত রাতে আমি শুনলাম আমার মা-বাবা এই গ্রীষ্মে ভারত ভ্রমণে যাওয়া নিয়ে কথা বলছিল এবং তাদের পরিকল্পনা হলো আমার ভাই মানদীপকে বিয়ে করানো যখন সেখানে অবস্থান করব। আমার মা বলেন মানদীপের দেখাশুনা করার জন্যে তারা অনেক বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, তাই চিন্তা করলেন এটা করার জন্য তার একজন জীবনসঙ্গী সবচেয়ে ভালো হতে পারে। মানদীপ প্রবল শেখা (লার্নিং) সংক্রান্ত অক্ষমতায় ভুগছে এবং এমনকি মৌলিক কাজগুলোর জন্য সে মা ও বাবার উপর নির্ভরশীল। আমি আসলে মনে করি না সে বিবাহ সম্পর্কে কোনো কিছু বুঝতে পারে।”

তার ভাইয়ের অবস্থা এবং কি ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে তার বোধগম্যতার সক্ষমতা সম্পর্কে তার উদ্বেগ জানাতে মানদীপের বোন ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করেন। অবস্থার কথা বর্ণনা করে ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট লোকাল অ্যাডাল্ট স্যোশাল কেয়ারের নিকট একটি রেফারেল করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন তথ্যের উৎস অজ্ঞাতনামা রাখা হবে তা নিশ্চিত করে একটি মেন্টাল ক্যাপাসিটি অ্যাসেসমেন্ট (মানসিক সক্ষমতা নিরূপণ) সম্পন্ন করা যায় কি না। মানদীপ ইতোমধ্যে লার্নিং ডিজঅ্যাবিলিটি টিমের নিকট থেকে সহায়তা পাচ্ছিল, তবে তারা আসন্ন বিবাহ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে যৌনতা এবং বিবাহ সম্পর্কে তার বোধগম্যতার অভাব রয়েছে। ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটের পরামর্শের মাধ্যমে, একটি সুরক্ষা পরিকল্পনা স্থাপন করা হয়েছিল, যার মধ্যে একটি জোরপূর্বক বিবাহ সুরক্ষা আদেশও ছিল। লার্নিং ডিজঅ্যাবিলিটি টিম তখন মানদীপকে বিবাহ করানোর ঝুঁকি ব্যাখ্যা এবং তার জন্য দীর্ঘমেয়াদী অন্যান্য পছন্দগুলো অনুসন্ধান করতে পরিবারের সাথে কাজ করেছিল।

ম্যালকমের কাহিনী

“আমি সুজান। ম্যালকম আমার বাবা। তার বয়স 75 বছর এবং গত 5 বছর যাবৎ অ্যালজাইমার রোগের কারণে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তার স্মৃতিভ্রংশ (ডিমেনশিয়া) খুবই প্রকট। তিনি খুবই মৌলিক জিনিসগুলোও মনে রাখতে পারেন না, যেমন- তিনি কোথায় বসবাস করেন অথবা কীভাবে সকালের নাস্তা বানাতে হয়। গত গ্রীষ্মে তার প্রতিবেশী পামেলা আমাকে বলেন যে তিনি তাদের জন্য একটি হলিডে বুক করেছেন ও তারা একে অপরকে ভালবাসেন এবং তারা যখন ফিরে আসবেন তখন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পরিকল্পনা করছেন। আমি কথাটি বিশ্বাসই করতে পারিনি! যখন আমি বাবাকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি তখন তিনি ভ্রমণের জন্য সম্মতির কথা মনে করতে পারেননি তবে মনে করেছিলেন যে একটি হলিডে হলে মন্দ হয় না। যখন আমি বিবাহের কথা উল্লেখ করলাম তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়নি।”

সুজান নিশ্চিত ছিলেন না এটা জোরপূর্বক বিবাহ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে কি না, সেজন্য তিনি ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটকে তা জিজ্ঞাসা করার জন্য কল করলেন। তারা বলেন যে যদি ম্যালকম বিবাহে সম্মতিদানে সক্ষম না হন তবে তার জন্য বিবাহ করা ফৌজদারী (ক্রিমিনাল) অপরাধ বলে গণ্য হবে। অ্যাডাল্ট সোশ্যাল কেয়ার দ্বারা অবিলম্বে একটি সক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়েছিল এটা নির্ধারণ করে যে ম্যালকম বিবাহে সম্মতিদানে সক্ষম ছিলেন না এবং এটা সংঘটিত হওয়া প্রতিরোধ করতে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

যখন আমি ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটকে কল করি তখন কী ঘটে?

আপনি একজন অভিজ্ঞ কেইসওয়ার্কারের সাথে কথা বলেবেন যিনি আপনার কথা শুনবেন এবং আপনার পৃথক পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যথার্থ সহায়তা ও তথ্য প্রদান করবেন। তারা আপনাকে আপনার অধিকার এবং আপনার জন্য যে সকল সেবা রয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে। আমরা আপনার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করব না।

ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটে কল করলে কি তা অজ্ঞাতনামা থাকে?

আপনি অজ্ঞাতনামা হিসেবে থাকতে পারবেন যদি আপনি চান, তবে এটা ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট হতে সহায়তা প্রাপ্তির পরিমাণকে সীমিত করবে; তাই তারা বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনাকে বলতে পারে, যেমন- আপনার বয়স, অবস্থান ও জাতীয়তা। আমাদের সাথে আপনি যে তথ্য শেয়ার করবেন তা গোপন তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যদি না আপনার বয়স 18 বছরের নিচে হয় অথবা আসন্ন কোনো ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।

আপনি কি আমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন?

যদিও আমরা আপনাকে আপনার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম নই, তথাপি আমরা আপনাকে সেসব সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেব যারা আপনার সুরক্ষা প্রদানে সহায়তা করবে। আপনি 999 নম্বরে সবসময় পুলিশকে কল করতে পারবেন যদি আপনি আসন্ন কোনো বিপদ আছে বলে মনে করেন।

যদি আমি বাড়ি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেই তাহলে আমার কি করা উচিত?

জোরপূর্বক বিবাহের শিকার ভুক্তভোগীর জন্য আশ্রয়ে নিরাপদ বাসস্থান উপলভ্য রয়েছে এবং বিভিন্ন পটভূমি হতে আসা মানুষদের জন্য বিশেষজ্ঞ পরিষেবা রয়েছে। একটি আশ্রয় হচ্ছে ঘুমানোর জন্যে নিরাপদের চেয়েও অনেক বেশি কিছু। একটি নতুন জীবন শুরু করতে যে বিল্ডিং ব্লকগুলোর (মৌলিক উপাদান) দরকার হবে তা বিশেষজ্ঞ স্টাফ আপনাকে প্রদান করবে।

যদি আমি বিদেশে থাকি এবং পালিয়ে যেতে সক্ষম হই কিন্তু দেশে ফিরে আসার জন্যে আমার নিকট যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকে তবে কী হবে?

যদি আদৌ সম্ভব হয়, তাহলে স্থানীয় কিছু মুদ্রা, আন্তর্জাতিক ক্রেডিটসম্পন্ন (বিদেশে কল করার মতন পর্যাপ্ত ক্রেডিট) একটি মোবাইল ফোন এবং পাসপোর্টের একটি কপি সাথে নেওয়ার চেষ্টা করুন (এবং যদি অন্য দেশে বাস করার (রেসিডেন্স অথবা ইমিগ্রেশনসংক্রান্ত কাগজপত্র থাকে, তাহলে এগুলোও সাথে নিবেন)। তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে আমরা যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের কাগজপত্রগুলো পরিবর্তন করতে সাহায্য করতে পারব। নিশ্চিত করুন যে আপনি যেন এই জিনিসগুলো নিরাপদ এবং লুকিয়ে রাখেন।

আমরা আপনাকে উপদেশ দিতে এবং আপনি যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার ব্যাপারে অনেকগুলো বিকল্প অনুসন্ধানের আমরা আপনাকে সাহায্য প্রদান করব। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জোরপূর্বক বিবাহ সুরক্ষা আদেশও ব্যবহার হতে পারে যাতে আপনার প্রত্যাবর্তনের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারে সহায়তা করা যায়।

আমি যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার পূর্বে এটা কত সময় নিতে পারে এবং বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন আমি কোথায় অবস্থান করব?

আমরা আপনাকে যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করব। তবে যদি আপনাকে বিদেশে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করতেই হয়, তবে আমরা থাকার জন্য আপনাকে একটি উপযুক্ত নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করে দিতে চেষ্টা করব।

যদি আমি বিদেশে থাকি, আর যদি আমার পাসপোর্ট না থাকে তখন কী হবে?

যদি আপনি ব্রিটিশ নাগরিক হন, তাহলে আমরা আপনার পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলেই আমরা আপনাকে একটি জরুরি ভ্রমণ কাগজ (ইমারজেন্সি ট্রাভেল ডকুমেন্ট) প্রদান করব। যদি আপনি ব্রিটিশ নাগরিক না হন, তবে ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট আপনাকে সেই দেশের নিকটতম দূতাবাসে যোগাযোগ করার পরামর্শ প্রদান করবে যার জাতীয়তা আপনার রয়েছে যাতে করে আপনি নতুন ট্রাভেল ডকুমেন্ট পেতে সহায়তা চাইতে পারেন।

আমি প্রবাসে বিয়ে করেছি, আমার বিবাহ কি যুক্তরাজ্যে বৈধ?

যদি আপনার বিবাহ যে দেশে সংঘটিত হয়েছে সেখানে সেটি বৈধ বলে বিবেচিত হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে তা বৈধ বলে বিবেচিত। আপনি ধর্মীয় বা রাষ্ট্রিয় যেভাবেই বিয়ে করেন না কেন, আপনাকে অবশ্যই একজন উকিলের সাথে কথা বলতে হবে। ধর্মীয় তালাক আইনগতভাবে যুক্তরাজ্যে বৈধ নয়।

আমার বয়স যদি 16 বছরের কম হয়, তবে কি আপনারা তখনও আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?

হ্যাঁ আমরা সাহায্য করতে পারব। আপনার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে অনুগ্রহ করে হেল্পলাইনে কল করুন।

যদি আমি একজন ব্রিটিশ নাগরিক না হই তখনও কি আপনারা আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?

জোরপূর্বক বিবাহের ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের ভিতরে ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট যে কাউকে সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করতে পারবে, তবে আমরা শুধু প্রবাসী ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে কনস্যুলার সহায়তা প্রদান করতে পারি (যৌথ নাগরিকত্বসহ)।

বিয়েটি প্রতিরোধ করতে কি আমি আইনী সুরক্ষা পেতে পারি?

হ্যাঁ। জোরপূর্বক বিবাহ যুক্তরাজ্যে ফৌজদারী (ক্রিমিনাল) অপরাধ। যদি আপনাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়, তবে আপনি সিভিল কোর্ট (দেওয়ানি আদালত) এবং/অথবা ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের (ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া) মাধ্যমে আপনি আইনী সুরক্ষা চাইতে পারবেন।

যখন আপনি আপনার নিজেকে সুরক্ষিত করা বিবেচনা করবেন তখন জোরপূর্বক বিবাহ সুরক্ষা আদেশ প্রার্থনা করার জন্য আপনি দেওয়ানী (সিভিল) পন্থা গ্রহণ করবেন নাকি

পুলিশের নিকট যাবেন তা আপনি নির্বাচন করতে পারবেন এবং ফৌজদারী (ক্রিমিনাল) আদালতের মাধ্যমে একটি আইনী প্রক্রিয়া অথবা উভয়টি পরিচালনা করা চাইতে পারবেন। আপনি এগুলোর কোনোটিই না করাও নির্বাচন করতে পারবেন। ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিট সবগুলো বিকল্প (অপশন) অনুসন্ধান করতে আপনাকে সহায়তা করতে পারবে।

কাউকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে জোর করা হতে অথবা যদি জোরপূর্বক বিবাহ ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে তাকে তা হতে প্রতিরক্ষা করতে জোরপূর্বক বিবাহ সুরক্ষা আদেশ ব্যবহার করা হতে পারে। যদি কেউ আদেশ ভঙ্গ করে তবে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এই আদেশগুলোর ব্যাপারে আরো তথ্যের জন্য আপনি ফোর্সড ম্যারিজ ইউনিটকে কল করতে পারেন অথবা এই লিংকে যেতে পারেন
https://www.gov.uk/government/publications/forced-marriage-protection-orders-fl701

সাহায্য এবং সমর্থন

জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশ	999
জরুরি নয় এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ	101
আশিয়ানা নেটওয়ার্ক (লন্ডন) – 14+ বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা ও মেয়েদের জন্য বিশেষজ্ঞ রেফিউজ (আশ্রয়), উপদেশ, সমর্থন এবং কাউন্সেলিং সার্ভিস	0208 539 0427
চাইল্ডলাইন	0800 1111
ইমকান (Imkaan) - এটি কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সমান অধিকার দাবিকারী সংগঠন এবং এরা কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যালঘু মহিলা ও মেয়েদের উপর হওয়া হিংস্রতার ঘটনাগুলো তুলে ধরে।	020 7842 8525
আইকেডব্লিউআরও (IKWRO) – উইম্যান্স রাইটস সংগঠন (পূর্ব লন্ডন) – যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মধ্যপ্রাচ্য এবং আফগানী মহিলা ও মেয়েদেরকে সাহায্য করে।	0207 920 6460
ফরোয়ার্ড (উত্তর লন্ডন) – আফ্রিকীয় মহিলা পরিচালিত সংগঠন এবং এরা মহিলা ও মেয়েদের উপর হওয়া হিংস্রতা নির্মূলের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।	0208 960 4000

ফ্রীডম চ্যারেটি	0845 607 0133
কার্মা নির্ভানা (Karma Nirvana) 'মর্যাদা'-ভিত্তিক নির্যাতন/ জোরপূর্বক বিবাহ হেল্পলাইন	0800 5999 247
লন্ডন ব্ল্যাক উইম্যান্স প্রজেক্ট	0208 472 0528
পুরুষদের উপদেশ লাইন	0808 801 0327
জাতীয় পারিবারিক নির্যাতন হেল্পলাইন	0808 2000 247
রেসপন্ড (Respond) - শেখা (লার্নিং) সংক্রান্ত অক্ষমতা সম্পন্ন ভুক্তভোগীদের জন্যে	0207 383 0700
সামারিটানস	116123
শক্তি (Shakti) উইম্যান্স এইড (এডিনবার্গ)	0131 475 2399
শারান (Sharan) প্রজেক্ট – এটি একটি চ্যারিটি এবং এরা অসুবিধাগ্রস্ত/ভঙ্গুর মহিলাদের প্রতি, বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় উৎসের মহিলাদের প্রতি সমর্থন এবং উপদেশ যুগিয়ে থাকে, যারা অপব্যবহার অথবা অত্যাচার/হয়রানির জন্যে ত্যাজ্য হয়েছেন অথবা ত্যাজ্য হবার ঝুঁকির সম্মুখীন	0844 504 3231
শেল্টার (Shelter) – আবাসন উপদেশ	0808 800 4444
সাউথওল ব্ল্যাক সিস্টার্স (Southall Black Sisters) – একট সর্ব-এশীয় সংগঠন যারা উপদেশ, কাউন্সেলিং এবং অন্যান্য সমর্থন যুগিয়ে থাকে	0208 571 9595
স্টোনওয়াল হাউজিং (Stonewall Housing) – এলজিবিটি আবাসন উপদেশ	0207 359 5767
সূইচবোর্ড এলজিবিটি+ হেল্পলাইন	0300 330 0630
থোরোকেয়ার হাউজিং (Throughcare Housing) এবং সাপোর্ট (বার্মিংহাম)	0121 554 3920
ট্রু অনার (True Honour)	07480 621711